দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং নীতিমালা মানছেন না অধিকাংশ শিক্ষক

■ নিজামুল হক

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে পরিপত্র জারির পরও শিক্ষকদের কোচিং-প্রাইভেট বন্ধ করার লক্ষণ নেই। এখনও তারা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে। শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরুর আগে এবং পরে শিক্ষকের বাসায় বা শিক্ষক পরিচালিত কোচিং সেন্টারে ভিড় করছে আগের মতই। কোচিং বন্ধে নীতিমালা জারির পরও এর তেমন একটা প্রভাব পড়েনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোচিং সেন্টারে। প্রকাশ্যে যেমন পুরোদমে কোচিং প্রাইভেট চলছিল এখনও তাই চলছে। তবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে একটু সময় প্রয়োজন বলে মনে করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। রাজধানীর রূপনগর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাসিবুর রহমান জানান, নীতিমালার কপি এখনও স্কুলে এসে পৌঁছেনি। ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে শিক্ষকদের মাঝে সরবরাহ করেছি। তিনি জানান, শিক্ষকরা যাতে এ নীতিমালা মেনে চলেন, সে লক্ষ্যে নোটিশও দেয়া হয়েছে। তবে এটা বাস্তবায়নে একটু সময় লাগবে। আগামী মাস থেকেই এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, তিনি এখনও জানেন না নীতিমালায় কী আছে। তবে পত্র- পত্রিকা থেকে তিনি নীতিমালা সম্পর্কে কিছুটা জেনেছেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি।

নীতিমালার মূলকপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকযোগে না পৌঁছালেও ইতিমধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক এটি সংগ্রহ করেছেন। তারা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যেতে নতুন নতুন কৌশল খুঁজছেন। কয়েকজন অভিভাবক এই প্রতিনিধিকে জানান, শিক্ষকরা চাইছেন, অভিভাবকরা কোচিংয়ের পক্ষে থাকুন। কয়েকজন শিক্ষক বলেন, 'সরকার এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। শিক্ষকরা প্রয়োজনে আন্দোলন করবে।'

গতকাল রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

- নেয়া হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল
- নীতিমালার কপি স্কুলে পৌঁছায়নি
- গঠন হয়নি মনিটরিং কমিটি
- বাস্তবায়নে সময় প্রয়োজন

কোচিং নীতিমালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান শাখা ও রূপনগর শাখায় গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে কোন এক শিক্ষকের বাসার কোচিং সেন্টার থেকে বের হচ্ছে। তাদের কাছে জানতে চাইলে তাবাসসুম নামে এক ছাত্রী জানায়, স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে এলাম। তোমরা কেন প্রাইভেট পড়ছ-এমন প্রশ্নের জবাবে এক ছাত্রী জানায়, আমার সব বন্ধুরা প্রাইভেট পড়ে, তাই আমিও পড়ছি।

নিজে কোচিং করেন এমন এক শিক্ষক জানালেন, নিজের নামে কোচিং সেন্টার করেছিলাম। নীতিমালা কঠিন করা হয়েছে। এখন নিজের নামে রাখা যাবে না। এখন এটা স্ত্রী বা ছেলের নামে চালাতে হবে। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আশপাশে যেসব কোচিং সেন্টার চালু রয়েছে তার বেশিরভাগেরই মালিক এই প্রতিষ্ঠানের কোন না কোন শিক্ষক। এর বাইরে যেগুলো আছে, তাতেও শিক্ষকরা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলের বিভিন্ন শাখার শিক্ষকরা কোচিং চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এক অভিভাবক জানান, শিক্ষকরা কোচিং অব্যাহত রাখতে অভিভাবকদের ব্যবহার করতে চাইছেন। তারা অভিভাবকদের বলেছেন, আপনারা কোচিং-প্রাইভেটের পক্ষে অবস্থান নিন। অভিভাবকরাই শিক্ষকদের কোচিং করাতে বাধ্য করছে- এটি প্রচার করুন।' এই প্রতিষ্ঠানের আরো এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নীতিমালা যাতে কার্যকর করতে না পারে-সে কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করেছেন।

দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা একই। কোচিং বন্ধের কোন উদ্যোগ নেই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকবেনই।

নীতিমালার কপি এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেনি: নীতিমালা জারির পর এই কপি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর কথা। কিন্তু নীতিমালার কপি এখনও স্কুল-কলেজে এসে পৌঁছেনি। রাজধানীর কিশলয় উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো: রহমত উল্লাহ বলেন, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড থেকে যে তথ্য আসে একটি নির্দিষ্ট ই-মেইলে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কি ভাবে তথ্য পাঠানো হয়-তা জানা নেই। কোচিং বন্ধের নীতিমালা এখনও এ প্রতিষ্ঠানে এসে পৌঁছেনি।

মনিটরিং কমিটি এখনও গঠন হয়নি:

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণিত নীতিমালা ঠিক মতো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা-তা মনিটরিংয়ের জন্য পৃথক তিনটি মনিটরিং কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে নীতিমালায়। নীতিমালা অনুযায়ী মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট, জেলা এবং উপজেলায় ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক এ কমিটি গঠন করা হয়। অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা মনিটরিংয়ের জন্য কমিটি এখনও গঠন হয়নি। তিনি জানান, এ বিষয় জানার জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) গৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করেছি। তিনি জানিয়েছেন, এখনও কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে শিগগিরই এ কমিটি গঠন করা হবে।

অভিভাবক ফোরামের এই নেতা বলেন, আমরা আইন করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু মন্ত্রণালয়ই শিক্ষকদের কোচিং করার কৌশল দেখিয়েছে। আমরাও এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবো। আমরা চাই, আইন করে কোচিং বন্ধ করা হোক।

কোচিং বন্ধের এ নীতিমালায় শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও শিক্ষকদের একাংশ কোচিং বন্ধের পূর্বে তাদের বেতন বৃদ্ধির